তৃতীয় অধ্যায়

যমদূতদের প্রতি যমরাজের উপদেশ

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, যমদূতেরা যমরাজের কাছে গেলে, তিনি তাদের বিস্তারিতভাবে ভাগবত-ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন। যমরাজ এইভাবে ভগ্নমনোরথ যমদূতদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। যমরাজ বলেছিলেন, "অজামিল যদিও তাঁর পুত্রকে ডেকেছিলেন, তবুও তিনি নারায়ণের পবিত্র নাম উচ্চারণ করেছিলেন এবং সেই নামাভাসের ফলেই তিনি বিষ্ণুদূতদের সঙ্গ লাভ করেছিলেন, যাঁরা তোমাদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। তা যথার্থই হয়েছে, কারণ মহাপাতকীও যদি ভগবানের নাম গ্রহণ করে, সেই নাম সম্পূর্ণরূপে অপরাধশূন্য না হলেও তাকে আর জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না।"

ভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণের ফলে, চারজন বিষ্ণুদূতের সঙ্গে অজামিলের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর এবং তাঁকে উদ্ধার করতে অতি দ্রুতগতিতে তাঁরা এসেছিলেন। যমরাজ এখন তাঁদের বর্ণনা করছেন—"বিষ্ণুদূতেরা হচ্ছেন এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম ঈশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। ইন্দ্র, বরুণ, শিব, ব্রহ্মা, সপ্তর্ষি এবং আমিও সেই স্বতঃপ্রকাশ ও অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপ বুঝতে পারি না। জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেউই তাঁকে জানতে পারে না। মায়াধীশ ভগবান সকলের কল্যাণের জন্য দিব্য গুণাবলী ধারণ করেন এবং তাঁর ভক্তেরাও সেই প্রকার গুণান্বিত। জড় জগতের বন্ধন থেকে অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য তাঁরা সর্বত্র বিচরণ করেন এবং আপাতদৃষ্টিতে এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ যদি পারমার্থিক জীবনে একটুও আগ্রহী হন, তা হলে ভগবদ্ভক্তেরা নানাভাবে তাঁদের রক্ষা করেন।"

যমরাজ বললেন, "সনাতন ধর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত নিগূঢ়। ভগবান ব্যতীত অন্য কেউই তা জানেন না। ভগবানেরই কৃপায় তাঁর শুদ্ধ ভক্তরা সেই তত্ত্ব জানতে পারেন। বিশেষ করে দ্বাদশ মহাজন—ব্রহ্মা, নারদ মুনি, শিব, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব গোস্বামী এবং আমি। জৈমিনি আদি পণ্ডিতেরা প্রায় সর্বদাই মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন এবং তাই তাঁরা ঋক্, যজু ও সাম—এই তিন বেদের মধুর বাক্যজালে আকৃষ্ট। শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার পরিবর্তে মানুষেরা

ত্রয়ী নামক এই তিন বেদের পুষ্পিত শব্দবিন্যাসের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী হয়। তারা ভগবানের পবিত্র নাম-কীর্তনের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা যখন নিরপরাধে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তখন আর তাঁরা আমার শাসনাধীনে থাকেন না। দৈবক্রমে যদি তাঁরা কোন পাপকর্ম করেন, তা হলে ভগবানের নাম তাদের রক্ষা করেন, কারণ ভগবান থেকে অভিন্ন সেই নামেই তাঁদের একমাত্র আসক্তি। ভগবানের গদা এবং সুদর্শন চক্র বিশেষভাবে তাঁর ভক্তদের সর্বদা রক্ষা করে। যাঁরা একবারও নিষ্কপটে ভগবানের নাম কীর্তন, শ্রবণ, স্মরণ এবং বন্দনা করেন অথবা ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেন, তাঁরা সর্বতোভাবে সিদ্ধি লাভ করেন, কিন্তু মহাজ্ঞানী ব্যক্তিও যদি ভগবদ্ভক্তি-বিমুখ হয়, তা হলে তাকে নরকে দণ্ডভোগ করতে হয়।"

যমরাজ এইভাবে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের মহিমা বর্ণনা করলে, শুকদেব গোস্বামী দিব্য নাম উচ্চারণের প্রভাব এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্য বৈদিক কর্মকাণ্ড ও পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের নিরর্থকতা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

নিশম্য দেবঃ স্বভটোপবর্ণিতং
প্রত্যাহ কিং তানপি ধর্মরাজঃ ।
এবং হতাজ্ঞো বিহতান্মুরারে-
র্নৈদেশিকৈর্যস্য বশে জনোঽয়ম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা বললেন; **নিশম্য**—শোনার পর; **দেবঃ**—যমরাজ; **স্ব-ভট**—তাঁর ভৃত্যদের; **উপবর্ণিতম্**—বৃত্তান্ত; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **কিম্**—কি; **তান্**—তাদের ; **অপি**—ও; **ধর্মরাজঃ**—মৃত্যুর অধ্যক্ষ এবং ধর্ম-অধর্মের বিচারক; **এবম্**—এইভাবে; **হত-আজ্ঞঃ**—যাঁর আদেশ ব্যাহত হয়েছিল; **বিহতান্**—পরাজিত; **মুরারেঃ নৈদেশিকৈঃ**—মুরারি বা কৃষ্ণের দূতদের দ্বারা; **যস্য**—যাঁর; **বশে**—অধীনে; **জনঃ অয়ম্**—এই জগতের সমস্ত জীব।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে শুকদেব গোস্বামী, যমরাজ সমস্ত জীবের ধর্মাধর্মের বিচারক, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁর আদেশ প্রতিহত

হয়েছে। তাঁর ভৃত্য যমদূতেরা যখন অজামিলকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে বিষ্ণুদূতদের কাছে তাদের পরাজয়ের কথা তাঁকে বর্ণনা করল, তখন তিনি কি বললেন?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, যমদূতদের বাক্য যদিও বৈদিক সিদ্ধান্তের দ্বারা পূর্ণরূপে অনুমোদিত, তবুও বিষ্ণুদূতদের বাক্য বিজয়ী হয়েছিল। সেই কথা যমরাজ স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ২

যমস্য দেবস্য ন দণ্ডভঙ্গঃ
কুতশ্চনর্ষে শ্রুতপূর্ব আসীৎ ।
এতন্মুনে বৃশ্চতি লোকসংশয়ং
ন হি ত্বদন্য ইতি মে বিনিশ্চিতম্ ॥ ২ ॥

যমস্য—যমরাজের; **দেবস্য**—বিচারের দেবতা; **ন**—না; **দণ্ড-ভঙ্গঃ**—আদেশ লঙ্ঘন; **কুতশ্চন**—কোথাও; **ঋষে**—হে মহর্ষি; **শ্রুত-পূর্বঃ**—শোনা গিয়েছিল; **আসীৎ**—ছিল; **এতৎ**—এই; **মুনে**—হে মহর্ষি; **বৃশ্চতি**—দূর করতে পারে; **লোক-সংশয়ম্**—মানুষের সন্দেহ; **ন**—না; **হি**—বস্তুত; **ত্বৎ-অন্যঃ**—আপনি ছাড়া অন্য কেউ; **ইতি**—এই প্রকার; **মে**—আমার দ্বারা; **বিনিশ্চিতম্**—দৃঢ় বিশ্বাস।

অনুবাদ

হে ঋষিবর, পূর্বে কখনও যমরাজের আদেশ ব্যর্থ হওয়ার কথা শোনা যায়নি। তাই আমার মনে হয়, মানুষের মনে সেই বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে। আপনি ছাড়া আর কেউই এই সংশয় ছেদন করতে পারবে না। সেটিই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অতএব কৃপা করে সেই সংশয় দূর করুন।

শ্লোক ৩

শ্রীশুক উবাচ

ভগবৎপুরুষৈ রাজন্ যাম্যাঃ প্রতিহতোদ্যমাঃ ।
পতিং বিজ্ঞাপয়ামাসুর্যমং সংযমনীপতিম্ ॥ ৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ভগবৎ-পুরুষৈঃ**—ভগবানের আজ্ঞাবাহক বিষ্ণুদূতদের দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজা; **যাম্যাঃ**—যমরাজের আজ্ঞাবাহক দূতেরা; **প্রতিহত-উদ্যমাঃ**—যাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল; **পতিম্**—তাদের প্রভুকে; **বিজ্ঞাপয়াম্ আশুঃ**—জানিয়েছিল; **যমম্**—যমরাজকে; **সংযমনী-পতিম্**—সংযমনী নগরীর পতি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—হে রাজন্, বিষ্ণুদূতদের দ্বারা প্রতিহত এবং পরাভূত হয়ে যমদূতেরা সংযমনীপুরীর অধীশ্বর যমরাজকে সেই বৃত্তান্ত জানিয়েছিল।

শ্লোক ৪

যমদূতা ঊচুঃ

কতি সন্তীহ শাস্তারো জীবলোকস্য বৈ প্রভো ।
ত্রৈবিধ্যং কুর্বতঃ কর্ম ফলাভিব্যক্তিহেতবঃ ॥ ৪ ॥

যমদূতাঃ ঊচুঃ—যমদূতেরা বলল; **কতি**—কত; **সন্তি**—রয়েছে; **ইহ**—এই জগতে; **শাস্তারঃ**—শাসক বা নিয়ন্তা; **জীব-লোকস্য**—এই জড় জগতের; **বৈ**—বস্তুত; **প্রভো**—হে প্রভু; **ত্রৈবিধ্যম্**—প্রকৃতির তিন গুণের অধীন; **কুর্বতঃ**—অনুষ্ঠান করে; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **ফল**—ফলের; **অভিব্যক্তি**—প্রকাশের; **হেতবঃ**—কারণ।

অনুবাদ

যমদূতেরা বলল—হে প্রভু, এই জড় জগতের শাসনকর্তা কয়জন রয়েছে? সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে অনুষ্ঠিত কর্মফল প্রকাশের কারণই বা কয়টি?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, যমদূতেরা এতই ভগ্নমনোরথ হয়েছিল যে, তারা প্রায় ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তিনি ছাড়া আর অন্য কোন শাসক রয়েছেন কি না। অধিকন্তু, তাদের পরাজয়ে তাদের প্রভু তাদের রক্ষা করতে না পারার ফলে, তারা যেন বলতে যাচ্ছিল যে, এই রকম প্রভুর সেবা করার কোন প্রয়োজন নেই। ভৃত্য যদি বিজয়ীর মতো প্রভুর আদেশ পালন করতে না পারে, তা হলে সেই প্রকার শক্তিহীন প্রভুর সেবা করার কি প্রয়োজন?

শ্লোক ৫

যদি স্যুর্বহবো লোকে শাস্তারো দণ্ডধারিণঃ ।
কস্য স্যাতাং ন বা কস্য মৃত্যুশ্চামৃতমেব বা ॥ ৫ ॥

যদি—যদি; **স্যুঃ**—থাকে; **বহবঃ**—বহু; **লোকে**—এই জগতে; **শাস্তারঃ**—শাসক বা নিয়ন্তা; **দণ্ড-ধারিণঃ**—পাপীদের দণ্ডদাতা; **কস্য**—কার; **স্যাতাম্**—থাকতে পারে; **ন**—না; **বা**—অথবা; **কস্য**—কার; **মৃত্যুঃ**—দুঃখ; **চ**—এবং; **অমৃতম্**—সুখ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

এই জগতে যদি বহু শাসনকর্তা এবং বিচারক থাকেন, তা হলে তাঁদের পরস্পর মতবিরোধের ফলে, কে যে দণ্ডণীয় এবং কে যে পুরস্কৃত হবে, তা বোঝা যাবে না। পক্ষান্তরে, পরস্পরের বিরোধী কার্য যদি পরস্পরকে প্রতিহত করতে না পারে, তা হলে সকলেই দণ্ডভোগ করবে এবং পুরস্কৃতও হবে।

তাৎপর্য

যমরাজের আদেশ পালনে অসমর্থ হওয়ার ফলে, যমদূতেরা সন্দেহ করতে শুরু করেছিল পাপীদের দণ্ডদানে যমরাজের সত্যি সত্যি অধিকার রয়েছে কি না। যদিও তারা যমরাজের আদেশ অনুসারে অজামিলকে বেঁধে আনতে গিয়েছিল, উচ্চতর অধিকারির আদেশে তারা সেই কার্য সম্পাদনে অক্ষম হয়েছিল। তাই তাদের সন্দেহ হয়েছিল দণ্ডদানের অধিকারি কি একজন না বহু। বহু বিচারক যদি পরস্পর-বিরোধী ভিন্ন ভিন্ন রায় দেয়, তা হলে কেউ অন্যায়ভাবে দণ্ডিত হতে পারে অথবা পুরস্কৃত হতে পারে অথবা তাকে দণ্ড এবং পুরস্কার কোনটিই ভোগ করতে নাও হতে পারে। এই জড় জগতে আমরা দেখতে পাই যে, এক আদালতে দণ্ডিত ব্যক্তি অন্য আদালতে পুনর্বিচার প্রার্থনা করতে পারে। তার ফলে একই ব্যক্তি ভিন্ন বিচার অনুসারে দণ্ডিত হতে পারে অথবা পুরস্কৃত হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে অথবা ভগবানের আদালতে এই প্রকার পরস্পর-বিরোধী বিচার হতে পারে না। বিচারক এবং তাঁদের বিচার অবশ্যই নির্ভুল ও বিরোধ-বর্জিত হওয়া কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, অজামিলের ব্যাপারে যমরাজের অবস্থা বেশ অপ্রতিভ ছিল, কারণ যমদূতদের অজামিলকে গ্রেপ্তার করার প্রচেষ্টা ন্যায়সঙ্গত ছিল, কিন্তু বিষ্ণুদূতেরা তাদের নিরস্ত করেন। এই অবস্থায় যমরাজ যদিও বিষ্ণুদূত এবং যমদূত উভয়ের

দ্বারাই অভিযুক্ত হয়েছেন, তবুও তাঁর বিচার সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিহীন, কারণ তিনি ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাই তিনি তাঁর প্রকৃত স্থিতি বর্ণনা করে বিশ্লেষণ করবেন কিভাবে সকলে পরমেশ্বর ভগবানের পরম নিয়ন্ত্রণের অধীন।

শ্লোক ৬

কিন্তু শাস্তৃবহুত্বে স্যাদ্বহূনামিহ কর্মিণাম্ ।
শাস্তৃত্বমুপচারো হি যথা মণ্ডলবর্তিনাম্ ॥ ৬ ॥

কিন্তু—কিন্তু; **শাস্তৃ**—শাসনকর্তাদের; **বহুত্বে**—বহু; **স্যাৎ**—হতে পারে; **বহূনাম্**—বহু; **ইহ**—এই জগতে; **কর্মিণাম্**—কর্ম অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদের; **শাস্তৃত্বম্**—বিভাগীয় ব্যবস্থা; **উপচারঃ**—প্রশাসন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **যথা**—ঠিক যেমন; **মণ্ডল-বর্তিনাম্**—বিভাগীয় অধিকর্তা।

অনুবাদ

যমদূতেরা বলল—যেহেতু বহু কর্মী রয়েছে, তাই তাদের বিচারের জন্য বহু বিচারক হতে পারে, কিন্তু একজন সম্রাট যেমন তার অধীনস্থ শাসকদের নিয়ন্ত্রণ করেন, তেমনই বিভিন্ন বিভাগীয় বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন মুখ্য বিচারক থাকা আবশ্যক।

তাৎপর্য

সরকারি শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তিদের বিচারের জন্য বিভিন্ন বিভাগীয় অধিকারি থাকতে পারে, কিন্তু আইন এক। সেই কেন্দ্রীয় আইন সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে। যমদূতেরা বুঝতে পারছিল না একই মামলায় দুজন বিচারক দুটি ভিন্ন প্রকার রায় দিচ্ছিলেন কিভাবে। তাই তারা জানতে চেয়েছিল মুখ্য বিচারক কে। যমদূতেরা নিশ্চিত ছিল যে, অজামিল ছিল মহাপাতকী, যদিও যমরাজ তাকে দণ্ডদান করতে চেয়েছিলেন, বিষ্ণুদূতেরা তাকে ক্ষমা করেছিলেন। যমদূতদের কাছে তা এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল এবং তাই তারা সেই বিষয়ে যথাযথভাবে অবগত হওয়ার জন্য যমরাজের কাছে গিয়েছিল।

শ্লোক ৭

অতস্ত্বমেকো ভূতানাং সেশ্বরাণামধীশ্বরঃ ।
শাস্তা দণ্ডধরো নৃণাং শুভাশুভবিবেচনঃ ॥ ৭ ॥

অতঃ—অতএব; **ত্বম্**—আপনি; **একঃ**—এক; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **স-ঈশ্বরাণাম্**—সমস্ত দেবতাসহ; **অধীশ্বরঃ**—প্রভু; **শাস্তা**—সর্বোচ্চ শাসক; **দণ্ড-ধরঃ**—দণ্ডদানের সর্বোচ্চ অধিকারি; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **শুভ-অশুভ-বিবেচনঃ**—পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা।

অনুবাদ

মুখ্য শাসনকর্তা একজন, বহু হতে পারেন না। আমরা জানতাম যে, আপনিই হচ্ছেন সর্বোচ্চ বিচারক এবং দেবতারাও আপনার অধীন। আমরা মনে করতাম, আপনি সমস্ত জীবের অধীশ্বর এবং সমস্ত মানুষের পাপ-পুণ্যের একমাত্র বিচারকর্তা।

শ্লোক ৮

তস্য তে বিহিতো দণ্ডো ন লোকে বর্ততেঽধুনা ।
চতুর্ভিরদ্ভুতৈঃ সিদ্ধৈরাজ্ঞা তে বিপ্রলম্ভিতা ॥ ৮ ॥

তস্য—সেই প্রভাবের; **তে**—আপনার; **বিহিতঃ**—নিরূপিত; **দণ্ডঃ**—দণ্ড; **ন**—না; **লোকে**—এই জগতে; **বর্ততে**—বর্তমান; **অধুনা**—এখন; **চতুর্ভিঃ**—চারজন; **অদ্ভুতৈতঃ**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **সিদ্ধৈঃ**—সিদ্ধ পুরুষদের দ্বারা; **আজ্ঞা**—আদেশ; **তে**—আপনার; **বিপ্রলম্ভিতা**—লঙ্ঘন করেছে।

অনুবাদ

কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে, আপনার বিহিত দণ্ড আর কার্যকরী হচ্ছে না। চারজন অদ্ভুত দর্শন সিদ্ধপুরুষ আপনার আদেশ লঙ্ঘন করেছেন।

তাৎপর্য

যমদূতেরা মনে করত যে, যমরাজই হচ্ছেন সর্বোচ্চ বিচারক। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, কেউই যমরাজের বিচারের বিরোধিতা করতে পারে না, কিন্তু এখন পরম বিস্ময়ের সঙ্গে তারা দেখল যে, সেই চারজন অদ্ভুত দর্শন সিদ্ধপুরুষ তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করলেন।

শ্লোক ৯

নীয়মানং তবাদেশাদস্মাভির্যাতনাগৃহান্ ।
ব্যামোচয়ন্ পাতকিনং ছিত্ত্বা পাশান্ প্রসহ্য তে ॥ ৯ ॥

নীয়মানম্—নিয়ে আসা হচ্ছিল; **তব আদেশাৎ**—আপনার আদেশ অনুসারে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **যাতনা-গৃহান্**—যন্ত্রণা গৃহ, নরকে; **ব্যামোচয়ন্**—মুক্ত করেছিল; **পাতকিনম্**—পাপী অজামিলকে; **ছিত্ত্বা**—ছিন্ন করে; **পাশান্**—পাশ; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **তে**—তারা।

অনুবাদ

আমরা মহাপাপী অজামিলকে আপনার আদেশ অনুসারে নরকে নিয়ে আসছিলাম, তখন সেই অত্যন্ত সুন্দর দর্শন সিদ্ধপুরুষেরা বলপূর্বক তার পাশবন্ধন ছেদন করে তাকে মুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, যমদূতেরা বিষ্ণুদূতদের যমরাজের কাছে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। যমরাজ যদি বিষ্ণুদূতদের দণ্ড দিতেন, তা হলে যমদূতেরা সন্তুষ্ট হত।

শ্লোক ১০

তাংস্তে বেদিতুমিচ্ছামো যদি নো মন্যসে ক্ষমম্ ।
নারায়ণেত্যভিহিতে মা ভৈরিত্যাযযুর্দ্রুতম্ ॥ ১০ ॥

তান্—তাঁদের সম্পর্কে; **তে**—আপনার কাছ থেকে; **বেদিতুম্**—জানতে; **ইচ্ছামঃ**—ইচ্ছা করি; **যদি**—যদি; **নঃ**—আমাদের জন্য; **মন্যসে**—আপনি মনে করেন; **ক্ষমম্**—উপযুক্ত; **নারায়ণ**—নারায়ণ; **ইতি**—এইভাবে; **অভিহিতে**—উচ্চারিত হয়ে; **মা**—করো না; **ভৈঃ**—ভয়; **ইতি**—এইভাবে; **আযযুঃ**—তারা উপস্থিত হয়েছিল; **দ্রুতম্**—অতি শীঘ্র।

অনুবাদ

পাপী অজামিল নারায়ণ নাম উচ্চারণ করা মাত্রই সেই চারজন অতি সুন্দর দর্শন পুরুষ তৎক্ষণাৎ সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, "ভয় করো

না। ভয় করো না।" আপনার কাছে আমরা তাঁদের সম্বন্ধে জানতে চাই। আপনি যদি মনে করেন যে, আমরা তাঁদের বুঝতে পারব, তা হলে দয়া করে আপনি বলুন তাঁরা কে।

তাৎপর্য

বিষ্ণুদূতদের দ্বারা পরাস্ত হয়ে যমদূতেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিল। তারা চেয়েছিল বিষ্ণুদূতদের যমরাজের কাছে নিয়ে আসতে যাতে তিনি তাঁদের দণ্ড দিতে পারেন। অন্যথায় তারা আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই দুইয়ের কোন একটি পথ অনুসরণ করার পূর্বে, তারা সর্বজ্ঞ যমরাজের কাছে বিষ্ণুদূতদের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিল।

শ্লোক ১১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

ইতি দেবঃ স আপৃষ্টঃ প্রজাসংযমনো যমঃ ।
প্রীতঃ স্বদূতান্ প্রত্যাহ স্মরন্ পাদাম্বুজং হরেঃ ॥ ১১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **দেবঃ**—দেবতা; **সঃ**—তিনি; **আপৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **প্রজা-সংযমনঃ যমঃ**—যমরাজ, যিনি জীবদের নিয়ন্ত্রণ করেন; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **স্ব-দূতান্**—তাঁর দূতদের; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **পাদ-অম্বুজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁর দূতদের এই প্রকার প্রশ্নে 'নারায়ণ' এই দিব্য নাম শ্রবণ করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে জীবদের নিয়ন্তা যমরাজ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে তাঁর দূতদের বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পাপ এবং পুণ্য অনুসারে জীবদের পরম নিয়ন্তা শ্রীল যমরাজ তাঁর ভৃত্যদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তারা তাঁর সম্মুখে নারায়ণের দিব্য নাম কীর্তন করেছিল। যমরাজের কাজ সেই সমস্ত পাপীদের নিয়ে, যারা নারায়ণকে জানতে পারে না। কিন্তু তাঁর দূতেরা যখন নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছিল, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তিনিও হচ্ছেন বৈষ্ণব।

শ্লোক ১২

যম উবাচ

পরো মদন্যো জগতস্তস্থুষশ্চ
ওতং প্রোতং পটবদ্‌যত্র বিশ্বম্ ।
যদংশতোঽস্য স্থিতিজন্মনাশা
নস্যোতবদ্ যস্য বশে চ লোকঃ ॥ ১২ ॥

যমঃ উবাচ—যমরাজ উত্তর দিলেন; **পরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **মৎ**—আমার থেকে; **অন্যঃ**—অন্য একজন; **জগতঃ**—সমস্ত জঙ্গম বস্তুর; **তস্থুষঃ**—স্থাবর বস্তুর; **চ**—এবং; **ওতম্**—প্রস্থ; **প্রোতম্**—দৈর্ঘ্য; **পট-বৎ**—বস্ত্রের মতো; **যত্র**—যাতে; **বিশ্বম্**—জগৎ; **যৎ**—যাঁর; **অংশতঃ**—অংশ থেকে; **অস্য**—এই বিশ্বে; **স্থিতি**—পালন; **জন্ম**—সৃষ্টি; **নাশাঃ**—বিনাশ; **নসি**—নাসিকায়; **ওত-বৎ**—রজ্জুর মতো; **যস্য**—যাঁর; **বশে**—নিয়ন্ত্রণাধীনে; **চ**—এবং; **লোকঃ**—সমগ্র জগৎ।

অনুবাদ

যমরাজ বললেন—হে দূতগণ, তোমরা আমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে কর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তা নই। আমার ঊর্ধ্বে এবং ইন্দ্র, চন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাদের ঊর্ধ্বে একজন পরম ঈশ্বর ও নিয়ন্তা রয়েছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, যাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের অধ্যক্ষ, তাঁরা তাঁরই অংশ। বস্ত্রে সূত্রের মতো এই বিশ্ব তাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। বলদ যেমন নাসিকা-সংলগ্ন রজ্জুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সমগ্র জগৎও তেমনই তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

যমদূতদের সন্দেহ হয়েছিল যে, যমরাজেরও ঊর্ধ্বে কোন শাসক রয়েছেন। তাদের সেই সংশয় দূর করার জন্য যমরাজ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, সকলের উপরে একজন পরম নিয়ন্তা রয়েছেন।" যমরাজ মনুষ্য আদি কিছু জঙ্গম জীবের নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু পশুরা জঙ্গম হলেও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। মানুষেরই কেবল ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে যারা পাপকর্ম করে, তারা যমরাজের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। তাই যমরাজ যদিও নিয়ন্তা, কিন্তু তাঁর নিয়ন্ত্রণ কেবল কিছু জীবেরই উপর। অন্যান্য বহু দেবতা রয়েছেন যাঁরা অন্যান্য বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু তাঁদের সকলের ঊর্ধ্বে রয়েছেন পরম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ—পরম নিয়ন্তা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। অন্যেরা, যাঁরা এই বিশ্বের বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরা পরম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের তুলনায় অতি নগণ্য। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/৭) বলেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*—"হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমার থেকে শ্রেষ্ঠতর আর কেউ নেই।" তাই সকলের ঊর্ধ্বে যে একজন পরম নিয়ন্তা রয়েছেন, সেই কথা বলে, যমরাজ তাঁর সহকারী যমদূতদের সংশয় দূর করেছিলেন।

শ্রীল মধ্বাচার্য বিশ্লেষণ করেছেন, ওতং *প্রোতম্* শব্দ দুটির দ্বারা সর্বকারণের পরম কারণকে বোঝানো হয়েছে। ভগবান সমগ্র সৃষ্টির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ। সেই কথা *স্কন্দ পুরাণে* প্রতিপন্ন হয়েছে—

যথা কন্থা পটাঃ সূত্র ওতাঃ প্রোতাশ্চ স স্থিতাঃ ।
এবং বিষ্ণাবিদং বিশ্বম্ ওতং প্রোতং চ সংস্থিতম্ ॥

কাঁথায় সূত্র যেমন দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে বিস্তৃত থাকে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তেমন সমগ্র জগতের ওতপ্রোত কারণরূপে অবস্থিত।

শ্লোক ১৩

যো নামভির্বাচি জনং নিজায়াং
বধ্নাতি তন্ত্র্যামিব দামভির্গাঃ ।
যস্মৈ বলিং ত ইমে নামকর্ম-
নিবন্ধবদ্ধাশ্চকিতা বহন্তি ॥ ১৩ ॥

যঃ—যিনি; **নামভিঃ**—বিভিন্ন নামের দ্বারা; **বাচি**—বেদবাক্যে; **জনম্**—সমস্ত লোক; **নিজায়াম্**—যা তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়েছে; **বধ্নাতি**—বন্ধন করে; **তন্ত্র্যাম্**—রজ্জুতে; **ইব**—সদৃশ; **দামভিঃ**—রজ্জুর দ্বারা; **গাঃ**—বলদ; **যস্মৈ**—যাকে; **বলিম্**—ক্ষুদ্র উপহার; **তে**—তারা সকলে; **ইমে**—এই সমস্ত; **নাম-কর্ম**—ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং কর্মের; **নিবন্ধ**—বন্ধনের দ্বারা; **বদ্ধাঃ**—বদ্ধ হয়ে; **চকিতাঃ**—ভয়ে ভীত হয়ে; **বহন্তি**—বহন করে।

অনুবাদ

গরুর গাড়ির চালক যেমন নাসা সংলগ্ন রজ্জুর দ্বারা বলদদের নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই ভগবান বেদবাক্যরূপী রজ্জুর দ্বারা সমস্ত মানুষকে আবদ্ধ করেছেন, যা মানব-সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র আদি বিভিন্ন নাম এবং কর্ম

অনুসারে বর্ণিত হয়েছে। ভয়ে ভীত হয়ে, এই সমস্ত বর্ণের মানুষেরা তাদের স্বীয় কর্ম অনুসারে ভগবানকে পূজোপহার প্রদান করেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সকলেই বদ্ধ, তা সে যেই হোক না কেন। মানুষ, দেবতা, পশু, বৃক্ষ, লতা, সকলেই প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের পেছনে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান। তা *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্* —"জড়া প্রকৃতি আমার নির্দেশে কার্য করছে এবং সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম জীব উৎপন্ন করছে।" এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিরূপী যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

অন্যান্য জীব ব্যতীত, মানব-দেহে স্থিত জীবাত্মারা বৈদিক অনুশাসন মতো বর্ণাশ্রম বিভাগ অনুসারে সুপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। মানুষকে বর্ণ এবং আশ্রমের বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়, তা না হলে সে যমরাজের দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পায় না। অর্থাৎ আশা করা যায় যে, প্রতিটি মানুষই সব চাইতে উন্নত বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ স্তরে উন্নীত হবে, এবং তারপর সেই স্তর অতিক্রম করে বৈষ্ণব হবে। সেটিই হচ্ছে মানব-জীবনের পূর্ণতা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র তাদের কর্ম অনুসারে ভগবানের আরাধনা করে উন্নতি সাধন করতে পারে (*স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ*)। প্রতিটি মানুষের যথাযথভাবে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থানের জন্য বর্ণ ও আশ্রম ধর্মের আবশ্যক। কিন্তু সকলকেই সর্বব্যাপ্ত (*যেন সর্বমিদং ততম্*) পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবান ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান এবং তাই কেউ যদি তাঁর ক্ষমতা অনুযায়ী বৈদিক নির্দেশ অনুসারে ভগবানের আরাধনা করেন, তা হলে তাঁর জীবন সার্থক হয়। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৩) বলা হয়েছে—

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করাই হচ্ছে স্ব-ধর্মের চরম ফল।" বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় মানুষকে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা প্রদান করা হয়েছে, কারণ প্রতিটি বর্ণ এবং আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। সদ্গুরুর নির্দেশে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় এবং কেউ যদি তা করেন, তা হলে তাঁর

জীবন সার্থক হয়। ভগবান আরাধ্য এবং সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর আরাধনা করছেন। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর আরাধনা করেন, তাঁরা শীঘ্রই উদ্ধার লাভ করেন, আর যাঁরা পরোক্ষভাবে তাঁর সেবা করেন, তাঁদের উদ্ধার লাভে বিলম্ব হয়।

নামভিঃ বাচি শব্দ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী—এই সমস্ত বিভিন্ন নাম রয়েছে। বাক্ বা বৈদিক অনুশাসন এই সমস্ত বিভাগগুলিকে নির্দেশ প্রদান করে। সকলেরই কর্তব্য ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করা এবং *বেদের* নির্দেশ অনুসারে তার কর্তব্য পালন করা।

শ্লোক ১৪-১৫

অহং মহেন্দ্রো নির্ঋতিঃ প্রচেতাঃ
সোমোঽগ্নিরীশঃ পবনো বিরিঞ্চিঃ ।
আদিত্যবিশ্বে বসবোঽথ সাধ্যা
মরুদ্গণা রুদ্রগণাঃ সসিদ্ধাঃ ॥ ১৪ ॥
অন্যে চ যে বিশ্বসৃজোঽমরেশা
ভৃগ্বাদয়োঽস্পৃষ্টরজস্তমস্কাঃ ॥
যস্যেহিতং ন বিদুঃ স্পৃষ্টমায়াঃ
সত্ত্বপ্রধানা অপি কিং ততোঽন্যে ॥ ১৫ ॥

অহম্—আমি যমরাজ; **মহেন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **নির্ঋতিঃ**—নির্ঋতি; **প্রচেতাঃ**—বরুণ, জলের দেবতা; **সোমঃ**—চন্দ্র; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ঈশঃ**—শিব; **পবনঃ**—বায়ুর দেবতা; **বিরিঞ্চিঃ**—ব্রহ্মা; **আদিত্য**—সূর্য; **বিশ্বে**—বিশ্বাবসু; **বসবঃ**—অষ্ট বসু; **অথ**—ও; **সাধ্যাঃ**—দেবতা; **মরুৎ-গণাঃ**—মরুৎগণ; **রুদ্রগণাঃ**—শিবের কলা রুদ্রগণ; **সসিদ্ধাঃ**—সিদ্ধগণসহ; **অন্যে**—অন্যেরা; **চ**—এবং; **যে**—যাঁরা; **বিশ্ব-সৃজঃ**—মরীচি এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য স্রষ্টাগণ; **অমর-ঈশাঃ**—বৃহস্পতি আদি দেবতাগণ; **ভৃগু-আদয়ঃ**—ভৃগু আদি মহর্ষিগণ; **অস্পৃষ্ট**—যাঁরা কলুষিত হননি; **রজঃ-তমস্কাঃ**—রজ এবং তমোগুণের দ্বারা; **যস্য**—যাঁর; **ঈহিতম্**—কার্যকলাপ; **ন বিদুঃ**—জানে না; **স্পৃষ্ট-মায়াঃ**—মায়ার দ্বারা প্রভাবিত; **সত্ত্ব-প্রধানাঃ**—প্রধানত সত্ত্বগুণে; **অপি**—যদিও; **কিম্**—কি বলার আছে; **ততঃ**—তাঁদের থেকে; **অন্যে**—অন্যেরা।

অনুবাদ

আমি যম, দেবরাজ ইন্দ্র, নির্ঋতি, বরুণ, চন্দ্র, অগ্নি, মহাদেব, পবন, ব্রহ্মা, সূর্য, বিশ্বাবসু, অষ্টবসু, সাধ্যগণ, মরুৎগণ, রুদ্রগণ, সিদ্ধগণ, মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য বিশ্বস্রষ্টা, বৃহস্পতি প্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠগণ এবং রজ ও তমোগুণ যাঁদের স্পর্শ করতে পারে না, সেই ভৃগু প্রমুখ সত্ত্বগুণ-প্রধান মুনিগণও ভগবানের কার্যকলাপ বুঝতে পারেন না, অতএব মায়ামোহিত অন্যান্য জীবেরা কিভাবে ভগবানকে জানতে পারবে?

তাৎপর্য

এই জড় জগতে মানুষ এবং অন্যান্য জীবেরা প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে সমস্ত জীব রজ এবং তমোগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাদের পক্ষে ভগবানকে জানার কোন সম্ভাবনা নেই। এমন কি, এই শ্লোকে বর্ণিত সমস্ত দেবতা এবং মহান ঋষিরা যাঁরা সত্ত্বগুণে রয়েছেন, তাঁরাও ভগবানের কার্যকলাপ বুঝতে পারেন না। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, যাঁরা ভগবদ্ভক্তিতে স্থিত তাঁরা জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত। তাই ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে, জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত ভক্তেরা ছাড়া আর কেউই তাঁকে জানতে পারে না (*ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*)। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৯/১৬) ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—

ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্ ।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি ॥

"হে রাজন্, পরমেশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণের) পরিকল্পনা কেউই জানতে পারে না। এমন কি, মহান দার্শনিকেরাও বিশদ অনুসন্ধিৎসা সহকারে নিয়োজিত থেকেও কেবলই বিভ্রান্ত হন।" তাই কেউই মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে জানতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞানের দ্বারা মানুষ মোহিত হয় (*মুহ্যন্তি*)। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবানও *ভগবদ্গীতায়* (৭/৩) স্বয়ং বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধি লাভের প্রয়াস করে এবং যারা সিদ্ধিলাভ করেছে, সেই সমস্ত সিদ্ধদের মধ্যে যিনি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তিনিই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে পারেন।

শ্লোক ১৬

যং বৈ ন গোভির্মনসাসুভির্বা
হৃদা গিরা বাসুভৃতো বিচক্ষতে ।
আত্মানমন্তর্হৃদি সন্তমাত্মনাং
চক্ষুর্যথৈবাকৃতয়স্ততঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥

যম্—যাঁকে; **বৈ**—বস্তুত; **ন**—না; **গোভিঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **অসুভিঃ**—প্রাণবায়ুর দ্বারা; **বা**—অথবা; **হৃদা**—চিন্তার দ্বারা; **গিরা**—বাণীর দ্বারা; **বা**—অথবা; **অসু-ভৃতঃ**—জীব; **বিচক্ষতে**—দেখে অথবা জানে; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **অন্তঃ-হৃদি**—হৃদয়ের অভ্যন্তরে; **সন্তম্**—বিরাজমান; **আত্মনাম্**—জীবের; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **যথা**—ঠিক যেমন; **এব**—বস্তুত; **আকৃতয়ঃ**—দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; **ততঃ**—তার থেকে; **পরম্**—উচ্চতর।

অনুবাদ

দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন চক্ষুকে দর্শন করতে পারে না, তেমনই জীবও সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান ভগবানকে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, হৃদয় অথবা বাক্যের দ্বারা জানতে পারে না।

তাৎপর্য

দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যদিও চক্ষুকে দর্শন করতে পারে না, তবুও চক্ষু দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলির গতিবিধি পরিচালিত করে। পা এগিয়ে চলে, কারণ চক্ষু দেখে সামনে কি রয়েছে। হাত স্পর্শ করে, কারণ চক্ষু স্পর্শণীয় বস্তুগুলি দর্শন করে। তেমনই, প্রতিটি জীব হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে কার্য করে। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান স্বয়ং বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি এবং স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি প্রদান করি।" *ভগবদ্গীতায়* অন্যত্র বলা হয়েছে, *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—"পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান।" পরমাত্মার অনুমোদন ব্যতীত জীব কোন কিছু করতে পারে না। পরমাত্মা প্রতিক্ষণ কার্যরত, কিন্তু জীব তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমাত্মার রূপ এবং তাঁর কার্যকলাপ বুঝতে পারে না। সেই সম্পর্কে চক্ষু এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত। অঙ্গগুলি যদি দেখতে পেত, তা হলে তারা

চক্ষুর সহায়তা ব্যতীতই হাঁটতে পারত, কিন্তু তা অসম্ভব। যদিও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তর্যামী পরমাত্মাকে দেখা যায় না, তবুও তাঁর পরিচালনা আবশ্যক।

শ্লোক ১৭

তস্যাত্মতন্ত্রস্য হরেরধীশিতুঃ
পরস্য মায়াধিপতের্মহাত্মনঃ ।
প্রায়েণ দূতা ইহ বৈ মনোহরা-
শ্চরন্তি তদ্রূপগুণস্বভাবাঃ ॥ ১৭ ॥

তস্য—তাঁর; **আত্ম-তন্ত্রস্য**—স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ফলে, অন্য কারও উপর নির্ভরশীল নন; **হরেঃ**—ভগবান; **অধীশিতুঃ**—যিনি সব কিছুর অধীশ্বর; **পরস্য**—গুণাতীত; **মায়া-অধিপতেঃ**—মায়ার অধিপতি; **মহা-আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **প্রায়েণ**—প্রায়; **দূতাঃ**—আজ্ঞাবাহক; **ইহ**—এই জগতে; **বৈ**—বস্তুত; **মনোহরাঃ**—তাঁদের ব্যবহার এবং দৈহিক রূপ অত্যন্ত সুন্দর; **চরন্তি**—বিচরণ করে; **তৎ**—তাঁর; **রূপ**—দৈহিক গঠন সমন্বিত; **গুণ**—দিব্য গুণাবলী; **স্বভাবাঃ**—এবং প্রকৃতি।

অনুবাদ

ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন। তিনি সকলের অধীশ্বর। তিনি মায়াধীশ। তাঁর রূপ, গুণ এবং স্বভাব রয়েছে, তেমনই তাঁর দূত বৈষ্ণবদের রূপ, গুণ এবং স্বভাবও তাঁরই মতো সুন্দর। তাঁরা সর্বদা এই জগতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করেন।

তাৎপর্য

যমরাজ পরম নিয়ন্তা ভগবানের বর্ণনা করছিলেন, কিন্তু যমদূতেরা অজামিলের ব্যাপারে যাঁদের কাছে পরাজিত হয়েছিল, সেই বিষ্ণুদূতদের সম্বন্ধে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। যমরাজ তাই উল্লেখ করেছেন যে, বিষ্ণুদূতদের দৈহিক অবয়ব, দিব্য গুণ এবং স্বভাব ভগবানেরই মতো। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বিষ্ণুদূত বা বৈষ্ণবেরা প্রায় ভগবানেরই মতো গুণসম্পন্ন। যমরাজ যমদূতদের বলেন যে, বিষ্ণুদূতেরা বিষ্ণুর থেকে কম শক্তিশালী নন, যেহেতু বিষ্ণু যমরাজের ঊর্ধ্বে, তাই বিষ্ণুদূতেরাও যমদূতদের ঊর্ধ্বে। অতএব বিষ্ণুদূতেরা যাঁদের রক্ষা করেন, যমদূতেরা তাঁদের স্পর্শও করতে পারে না।

শ্লোক ১৮

ভূতানি বিষ্ণোঃ সুরপূজিতানি
দুর্দর্শলিঙ্গানি মহাদ্ভুতানি ।
রক্ষন্তি তদ্ভক্তিমতঃ পরেভ্যো
মত্তশ্চ মর্ত্যানথ সর্বতশ্চ ॥ ১৮ ॥

ভূতানি—জীব অথবা ভৃত্য; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **সুরপূজিতানি**—যাঁরা দেবতাদেরও পূজ্য; **দুর্দর্শ-লিঙ্গানি**—যে রূপ সহজে দর্শন করা যায় না; **মহা-অদ্ভুতানি**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **রক্ষন্তি**—তাঁরা রক্ষা করে; **তৎ-ভক্তি-মতঃ**—ভগবানের ভক্ত; **পরেভ্যঃ**—শত্রুবৎ আচরণকারী অন্যদের থেকে; **মত্তঃ**—আমার (যমরাজ) এবং আমার দূতদের থেকে; **চ**—এবং; **মর্ত্যান্**—মানব; **অথ**—এই প্রকার; **সর্বতঃ**—সব কিছু থেকে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণুর সেই ভৃত্যরা দেবতাদেরও পূজ্য; তাঁদের রূপ ঠিক শ্রীবিষ্ণুর মতো এবং তা অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন। বিষ্ণুদূতেরা শত্রুর কবল থেকে, আমার থেকে এবং দৈব-দুর্বিপাক থেকেও ভগবদ্ভক্তদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন।

তাৎপর্য

যমরাজ বিষ্ণুদূতদের গুণাবলী বিশেষভাবে বর্ণনা করেছিলেন, যাতে তাঁর ভৃত্যরা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করে। যমরাজ যমদূতদের বলেছিলেন যে, দেবতারাও বিষ্ণুদূতদের পূজা করেন এবং বিষ্ণুদূতেরা সর্বদা শত্রুর কবল থেকে, দৈব-দুর্বিপাক থেকে এবং এই জড় জগতের সব রকম বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে ভগবানের ভক্তদের রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত সতর্ক থাকেন। কখনও কখনও আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যরা বিশ্বযুদ্ধের ভয়ে ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, যদি যুদ্ধ লাগে তা হলে কি হবে। তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, সব রকম বিপদে বিষ্ণুদূতেরা অথবা ভগবান স্বয়ং তাঁদের রক্ষা করবেন, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*)। জড়-জাগতিক বিপদ ভক্তদের জন্য নয়। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। *পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্*—জড় জগতের প্রতি পদে বিপদ, কিন্তু যাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হয়েছেন, তাঁদের তা স্পর্শ পর্যন্ত

করতে পারে না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, ভগবান তাঁদের রক্ষা করবেন, এবং যতক্ষণ তাঁরা জড় জগতে রয়েছেন, তাঁদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণী, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারে সর্বতোভাবে যুক্ত থাকা উচিত।

শ্লোক ১৯

ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥

ধর্মম্—প্রকৃত ধর্ম; **তু**—কিন্তু; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **প্রণীতম্**—বিধিবদ্ধ হয়েছে; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বিদুঃ**—জানে; **ঋষয়ঃ**—ভৃগু আদি ঋষিগণ; **ন**—না; **অপি**—ও; **দেবাঃ**—দেবতারা; **ন**—না; **সিদ্ধ-মুখ্যাঃ**—প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ; **অসুরাঃ**—অসুরেরা; **মনুষ্যাঃ**—মানুষেরা; **কুতঃ**—কোথায়; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধরগণ; **চারণঃ**—চারণলোকের অধিবাসীরা, যাঁরা স্বাভাবিকভাবেই মহান সংগীতজ্ঞ এবং গায়ক; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি।

অনুবাদ

প্রকৃত ধর্ম স্বয়ং ভগবানের দ্বারা প্রণীত। সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বগুণে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকে বিরাজ করেন, সেই মহান ঋষিগণও তা নিশ্চিতভাবে জানেন না। দেবতা অথবা প্রধান প্রধান সিদ্ধগণও তা জানেন না, তা হলে অসুর, মানুষ, বিদ্যাধর এবং চারণদের আর কি কথা।

তাৎপর্য

বিষ্ণুদূতেরা যখন যমদূতদের ধর্মের তত্ত্ব বর্ণনা করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন তারা বলেছিল, *বেদপ্রণিহিতো ধর্মঃ*—*বেদে* যে ধর্ম বিহিত হয়েছে, তা-ই হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু তারা জানত না যে, *বেদে* কর্ম অনুষ্ঠানের বর্ণনা রয়েছে যা গুণাতীত নয়, কিন্তু জড় জগতে বিষয়াসক্ত মানুষদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তা নির্দেশিত হয়েছে। প্রকৃত ধর্ম *নিস্ত্রৈগুণ্য*, জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অতীত। যমদূতেরা এই গুণাতীত ধর্মের কথা জানত না, তাই অজামিলকে গ্রেপ্তার

করতে গিয়ে তারা যখন প্রতিহত হয়েছিল, তখন তারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানে আসক্ত বিষয়াসক্ত মানুষদের বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (২/৪২) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ*—তথাকথিত বেদের অনুগামীরা বলেন যে, বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু তারা জানে না যে, এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণকে জানার চিন্ময় স্তরে মানুষকে ধীরে ধীরে উন্নীত করা (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। যারা সেই তত্ত্ব না জেনে কেবল বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত, তাদের বলা হয় *বেদবাদরতাঃ*।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান প্রদত্ত ধর্মই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। সেই তত্ত্ব *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* — অন্য সমস্ত কর্তব্য বা ধর্ম পরিত্যাগ করে, কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া উচিত। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম যা সকলেরই অনুষ্ঠান করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্র অনুসরণ করলেও মানুষ এই চিন্ময় ধর্ম সম্বন্ধে অবগত নাও হতে পারে, কারণ তা সকলের বিদিত নয়। মানুষদের কি আর কথা, দেবতারা পর্যন্ত সেই সম্বন্ধে অজ্ঞ। এই পরধর্ম সাক্ষাৎ ভগবানের কাছ থেকে অথবা তাঁর বিশেষ প্রতিনিধির কাছ থেকে জানতে হয়, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ২০-২১

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥ ২০ ॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্মং ভাগবতং ভটাঃ ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥ ২১ ॥

স্বয়ম্ভুঃ—ব্রহ্মা; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **শম্ভুঃ**—শিব; **কুমারঃ**—চতুঃসন; **কপিলঃ**—কপিলদেব; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **জনকঃ**—মহারাজ জনক; **ভীষ্মঃ**—পিতামহ ভীষ্ম; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **বৈয়াসকিঃ**—ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব; **বয়ম্**—আমরা; **দ্বাদশ**—বারো; **এতে**—এই; **বিজানীমঃ**—জানি; **ধর্মম্**—প্রকৃত ধর্ম; **ভাগবতম্**—যা মানুষকে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দেয়; **ভটাঃ**—হে ভৃত্যগণ; **গুহ্যম্**—অত্যন্ত গোপনীয়; **বিশুদ্ধম্**—চিন্ময়, যা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত নয়; **দুর্বোধম্**—দুর্বোধ্য; **যম্**—যা; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **অমৃতম্**—নিত্য জীবন; **অশ্নুতে**—উপভোগ করে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা, নারদ, শিব, চতুঃসন, কপিল (দেবহূতি-পুত্র), স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ মহারাজ, জনক মহারাজ, পিতামহ ভীষ্ম, বলি মহারাজ, শুকদেব গোস্বামী এবং আমি—আমরা এই বারো জন প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব জানি। হে ভৃত্যগণ, এই দিব্য ধর্ম যা ভাগবত-ধর্ম বা ভগবৎ-প্রেম ধর্ম নামে পরিচিত, তা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত নয়। তা অত্যন্ত গোপনীয় এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য, কিন্তু কেউ যদি ভাগ্যক্রমে তা হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পান, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভাগবত-ধর্মকে* সব চাইতে গোপনীয় ধর্ম (*সর্ব গুহ্যতমম্, গুহ্যাদ্ গুহ্যতরম্*) বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, "যেহেতু তুমি আমার প্রিয় সখা, তাই আমি তোমাকে এই পরম গোপনীয় ধর্মতত্ত্ব বলছি।" *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"অন্য সমস্ত কর্তব্য এবং ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "এই তত্ত্ব যদি এতই দুর্বোধ্য হয়, তা হলে তার প্রয়োজন কি?" তার উত্তরে যমরাজ এখানে বলেছেন যে, কেউ যদি ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন এবং অন্যান্য মহাজনদের পরম্পরার ধারা অনুসরণ করেন, তা হলে তা বোধগম্য হয়। চারটি প্রামাণিক পরম্পরা রয়েছে—ব্রহ্মা থেকে, শিব থেকে, লক্ষ্মীদেবী থেকে এবং কুমারদের থেকে। ব্রহ্মা থেকে যে সম্প্রদায় তাকে বলা হয় ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, শিব থেকে যে সম্প্রদায় তাকে বলা হয় রুদ্র-সম্প্রদায়, লক্ষ্মী থেকে যে সম্প্রদায় তাকে বলা হয় শ্রী-সম্প্রদায় এবং কুমার থেকে যে সম্প্রদায় তাকে বলা হয় কুমার-সম্প্রদায়। ধর্মের সব চাইতে গোপনীয় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এই চারটি সম্প্রদায়ের কোন একটির আশ্রয় অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। *পদ্ম পুরাণে* বলা হয়েছে *সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ*—কেউ যদি এই চারটি সম্প্রদায়ের কোন একটি অনুসরণ না করে, তা হলে তার মন্ত্র বা দীক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল। বর্তমান সময়ে বহু অপসম্প্রদায় রয়েছে, যেগুলির সঙ্গে ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী অথবা কুমারদের কোন যোগ নেই। মানুষ এই সমস্ত অপসম্প্রদায়ের দ্বারা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হচ্ছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, এই সমস্ত অপসম্প্রদায় থেকে দীক্ষা গ্রহণ কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র, কারণ তার ফলে মানুষ প্রকৃত ধর্ম যে কি তা কখনই বুঝতে পারবে না।

শ্লোক ২২

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ২২ ॥

এতাবান্—এই পর্যন্ত; **এব**—বস্তুত; **লোকে অস্মিন্**—এই জড় জগতে; **পুংসাম্**—জীবের; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **পরঃ**—গুণাতীত; **স্মৃতঃ**—স্বীকৃত; **ভক্তিযোগঃ**—ভক্তিযোগ; **ভগবতি**—ভগবানকে (দেবতাদের নয়); **তৎ**—তাঁর; **নাম**—পবিত্র নাম; **গ্রহণ-আদিভিঃ**—কীর্তন থেকে শুরু হয়।

অনুবাদ

ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন থেকে শুরু হয় যে ভক্তিযোগ, তা-ই মানব-সমাজে জীবের পরম ধর্ম।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে যে বলা হয়েছে, *ধর্মং ভাগবতম্*—প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভাগবত-ধর্ম, তা *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে, এবং সেটি হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* মৌলিক শিক্ষা। সেই তত্ত্ব কি? *শ্রীমদ্ভাগবত* বলছে, *ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র*—*শ্রীমদ্ভাগবতে* কোন ছল ধর্ম নেই। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সব কিছুই সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। *ভাগবতে* আরও বলা হয়েছে, *স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে*—পরম ধর্ম হচ্ছে তা যা শিক্ষা দেয় কিভাবে ভগবানকে ভালবাসতে হয়, যিনি জীবের অক্ষজ জ্ঞানের অতীত। এই ধর্মের শুরু হয় *তন্নামগ্রহণ* বা তাঁর দিব্য নাম গ্রহণের মাধ্যমে (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্*)। ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন এবং আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য করার পর ভক্ত ধীরে ধীরে ভগবানের রূপ, তাঁর লীলা এবং তাঁর চিন্ময় গুণাবলী দর্শন করতে পারেন। এইভাবে পূর্ণরূপে ভগবানকে জানা যায়। ভগবান কিভাবে এই জড় জগতে অবতরণ করেন, কিভাবে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং লীলাবিলাস করেন তা সবই জানা যায়, তবে তা জানতে হয় কেবল ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি* — কেবল ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে এবং ভগবান সম্বন্ধীয় সব কিছুই জানা যায়। কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে এইভাবে ভগবানকে জানতে পারেন, তার ফলে *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*—জড় দেহ ত্যাগ করার পর তাঁকে আর এই জড় জগতে

জন্মগ্রহণ করতে হয় না। পক্ষান্তরে, তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান। সেটিই হচ্ছে চরম পূর্ণতা। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৫) বলেছেন—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মনঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥

"মহাত্মাগণ, ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ, আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তাঁরা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন।"

শ্লোক ২৩

নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং হরেঃ পশ্যত পুত্রকাঃ ।
অজামিলোঽপি যেনৈব মৃত্যুপাশাদমুচ্যত ॥ ২৩ ॥

নাম—পবিত্র নামের; **উচ্চারণ**—কীর্তন করে; **মাহাত্ম্যম্**—উচ্চ স্থিতি; **হরেঃ**—ভগবানের; **পশ্যত**—দেখ; **পুত্রকাঃ**—হে পুত্রসদৃশ ভৃত্যগণ; **অজামিলঃ অপি**—মহাপাপী অজামিলও; **যেন**—যা কীর্তন করার ফলে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মৃত্যু-পাশাৎ**—মৃত্যুপাশ থেকে; **অমুচ্যত**—উদ্ধার পেয়েছিল।

অনুবাদ

হে পুত্রসদৃশ ভৃত্যগণ, ভগবানের পবিত্র নামের মাহাত্ম্য দর্শন কর। মহাপাপী অজামিল তার পুত্রকে সম্বোধন করে, অজ্ঞাতসারে, এই নাম গ্রহণ করার ফলে নারায়ণ-স্মৃতিহেতু তৎক্ষণাৎ মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গবেষণা করার কোন প্রয়োজন নেই। অজামিলের ইতিহাসই ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের প্রভাব এবং নিরন্তর এই নাম কীর্তনকারীর মহিমা বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

এই কলিযুগে মুক্তি লাভের জন্য কেউই কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করতে পারে না; তা অত্যন্ত কঠিন। তাই সমস্ত শাস্ত্রে এবং সমস্ত আচার্যরা উপদেশ দিয়েছেন যে, এই কলিযুগে ভগবানের নাম কীর্তনই হচ্ছে ভববন্ধন মোচনের একমাত্র পন্থা।

শ্লোক ২৪

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সঙ্কীর্তনং ভগবতো গুণকর্মনাম্নাম্ ।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্ ॥ ২৪ ॥

এতাবতা—এতখানি; **অলম্**—পর্যাপ্ত; **অঘ-নির্হরণায়**—পাপের ফল দূর করার জন্য; **পুংসাম্**—মানুষের; **সংকীর্তনম্**—সমবেতভাবে কীর্তন; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **গুণ**—চিন্ময় গুণাবলীর; **কর্ম-নাম্নাম্**—তাঁর কার্যকলাপ এবং লীলা অনুসারে তাঁর নামের; **বিক্রুশ্য**—নিরপরাধে উচ্চস্বরে ডেকে; **পুত্রম্**—তাঁর পুত্রকে; **অঘবান্**—পাপী; **যদ্**—যেহেতু; **অজামিলঃ অপি**—অজামিলও; **নারায়ণ**—ভগবান শ্রীনারায়ণের নাম; **ইতি**—এইভাবে; **ম্রিয়মাণঃ**—মরণোন্মুখ; **ইয়ায়**—লাভ করেছিল; **মুক্তিম্**—মুক্তি।

অনুবাদ

অতএব বুঝতে হবে যে, ভগবানের নাম, গুণ এবং কর্মের কীর্তনের ফলে সমস্ত পাপ থেকে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়। পাপ মোচনের জন্য এটিই একমাত্র উপদিষ্ট পন্থা। কেউ যদি নিরপরাধে ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তা হলে সেই উচ্চারণ অশুদ্ধ হলেও তিনি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, অজামিল ছিলেন অত্যন্ত পাপী, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে সেই নাম উচ্চারণের ফলে, তিনি পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতার সভায় হরিদাস ঠাকুর প্রতিপন্ন করেছিলেন যে, নামাভাসের ফলেই মুক্তি লাভ হয়। স্মার্ত ব্রাহ্মণ এবং মায়াবাদীরা বিশ্বাস করে না যে, এইভাবে মুক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের এই উক্তির সত্যতা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বহু উক্তির দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

যেমন শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের ভাষ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন—

সায়ং প্রাতর্গৃণন্ ভক্ত্যা
দুঃখগ্রামাদ্ বিমুচ্যতে ।

"সকালে এবং সন্ধ্যায় কেউ যদি সর্বদা গভীর ভক্তি সহকারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তা হলে তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারেন।" আর একটি উদ্ধৃতিতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, প্রতিদিন যদি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ করা হয়, তা হলে মুক্তি লাভ করা যায় (*অনুদিনমিদমাদরেণ শৃণ্বন্*)। আর একটি উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে—

শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্মণঃ ।
জন্মকর্মগুণানাং চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥

"ভগবানের অদ্ভুত কার্যকলাপের কথা সর্বদা শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান করা উচিত এবং সর্বতোভাবে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা উচিত।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৩/২৭)

শ্রীল শ্রীধর স্বামীও পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, *পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তম্ অহর্নিশম্*—"কেবলমাত্র দিবারাত্র (*অহর্নিশম্*) ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।" অধিকন্তু, তিনি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৬/৩/৩১) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

তস্মাৎ সঙ্কীর্তনং বিষ্ণোর্জগন্মঙ্গলমংহসাম্ ।
মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিকনিষ্কৃতম্ ॥

এই সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি প্রমাণ করে যে, নিরন্তর ভগবানের পবিত্র কার্যকলাপ, নাম, যশ ও রূপের কীর্তন এবং শ্রবণের ফলে মুক্তি লাভ করা যায়। সেই সম্বন্ধে এই শ্লোকে খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাম্* কেবলমাত্র ভগবানের নাম উচ্চারণের ফলে, সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

এই শ্লোকে ব্যবহৃত *অলম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণই যথেষ্ট। এই শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সব চেয়ে প্রামাণিক সংস্কৃত অভিধান *অমরকোষে* উল্লেখ করা হয়েছে, *অলং ভূষণপর্যাপ্তিশক্তিবারণ-বাচকম্*—*অলম্* শব্দের প্রয়োগ 'ভূষণ', 'পর্যাপ্ত', 'শক্তি', 'বারণ'—এই সমস্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে *অলম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, অন্য কোন পন্থার আর কোন প্রয়োজন নেই, কারণ ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনই যথেষ্ট। কেউ যদি অশুদ্ধভাবেও এই নাম কীর্তন করেন, তা হলেও তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন।

ভগবানের পবিত্র নামের এই শক্তি অজামিল উদ্ধারের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। অজামিল যখন নারায়ণের পবিত্র নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তখন তিনি ভগবানকে

স্মরণ করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর পুত্রকে স্মরণ করেছিলেন। মৃত্যুর সময় অজামিল অবশ্যই খুব একটা নির্মলচিত্ত ছিলেন না; বস্তুতপক্ষে তিনি এক মহাপাপী-রূপে বিখ্যাত ছিলেন। অধিকন্তু মৃত্যুর সময়ে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের দৈহিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত থাকে। এই রকম একটি অপ্রতিভ অবস্থায় অজামিলের পক্ষে স্পষ্টভাবে ভগবানের নাম উচ্চারণ নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণের ফলেই অজামিল উদ্ধার লাভ করেছিলেন। অতএব, যাঁরা অজামিলের মতো পাপী নন, তাঁদের কি কথা? তা থেকে স্থির করা যায় যে, দৃঢ়ব্রত সহকারে ভগবানের পবিত্র নাম—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—কীর্তন করা উচিত, কারণ তার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মায়ার বন্ধন থেকে নিশ্চিতভাবে উদ্ধার লাভ করা যায়।

অপরাধীদের জন্যও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা যদি কীর্তন করে, তা হলে তারা ধীরে ধীরে অপরাধশূন্য হয়ে নাম কীর্তন করতে পারবে। নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করার ফলে কৃষ্ণপ্রেম বর্ধিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *প্রেমা পুমর্থো মহান্*—মানুষের পরম পুরুষার্থ হচ্ছে ভগবানের প্রতি আসক্তি বর্ধিত করা এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১১/১৯/২৪) নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

এবং ধর্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্ ।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥

"হে উদ্ধব, মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে তাই যার দ্বারা আমার প্রতি তার হৃদয়ের সুপ্ত প্রেম জাগরিত করা যায়।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভক্তি শব্দটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন *প্রেমৈবোক্তঃ* । *কো অন্যঃ অর্থঃ অস্য*—ভক্তির উপস্থিতিতে মুক্তির কি প্রয়োজন?

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *পদ্ম-পুরাণ* থেকে এই শ্লোকটিও উল্লেখ করছেন—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্ ।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥

কেউ যদি প্রথমে অপরাধযুক্ত হয়েও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তা হলে তিনি বার বার সেই নাম কীর্তন করার ফলে, সেই অপরাধ থেকে মুক্ত হবেন। *পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তম্ অহর্নিশম্*—কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ

অনুসারে দিন-রাত ভগবানের নাম কীর্তন করেন, তা হলে তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই নিম্নলিখিত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কলহ এবং কপটতার এই কলিযুগে উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের দিব্য ও পবিত্র নাম কীর্তন। এ ছাড়া আর কোন গতি নেই। আর কোন গতি নেই। আর কোন গতি নেই।" কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যরা যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই নির্দেশ নিষ্ঠা সহকারে পালন করেন, তা হলে তাঁরা সর্বদা সুরক্ষিত থাকবেন।

শ্লোক ২৫

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্ ।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ ॥ ২৫ ॥

প্রায়েণ—প্রায় সর্বদা; **বেদ**—জানে; **তৎ**—তা; **ইদম্**—এই; **ন**—না; **মহাজনঃ**—স্বয়ম্ভু, শম্ভু ও অন্য দশ জন মহাজন ব্যতীত মহান পুরুষগণ; **অয়ম্**—এই; **দেব্যা**—ভগবানের শক্তির দ্বারা; **বিমোহিত-মতিঃ**—যার বুদ্ধি বিমোহিত হয়েছে; **বত**—বস্তুত; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **অলম্**—অত্যন্ত; **ত্রয্যাম্**—তিন বেদে; **জড়ী-কৃত-মতিঃ**—যাদের বুদ্ধি স্থূল হয়ে গেছে; **মধু-পুষ্পিতায়াম্**—মনোহর বাক্যে বেদের কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানের ফলের বর্ণনা; **বৈতানিকে**—বেদে উল্লিখিত কর্ম অনুষ্ঠানে; **মহতি**—অত্যন্ত মহান; **কর্মণি**—সকাম কর্ম; **যুজ্যমানঃ**—যুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবানের মায়ায় বিমোহিত হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনি প্রমুখ ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতাগণ দ্বাদশ মহাজন বর্ণিত ভাগবত ধর্মের রহস্য অবগত হতে পারেননি। তাঁরা ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান বা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দিব্য মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। যেহেতু তাঁদের মন বেদে উল্লিখিত, বিশেষ করে যজুর্বেদ, সামবেদ এবং ঋগ্বেদে বর্ণিত কর্মের অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট, তাই তাঁদের বুদ্ধি জড়ীভূত

হয়ে গেছে। এইভাবে তাঁরা জড়সুখ ভোগের জন্য স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া আদি অনিত্য ফল লাভের জন্য কর্ম অনুষ্ঠানের উপকরণ সংগ্রহেই ব্যস্ত। তাঁরা সংকীর্তন আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের প্রতিই আগ্রহশীল।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের ফলে অনায়াসে পরম সিদ্ধি লাভ হয়, তাই কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, তা হলে এত সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রথা কেন রয়েছে এবং মানুষ কেনই বা সেগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই শ্লোকে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) উল্লেখ করা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—বেদ অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়া। দুর্ভাগ্যবশত, নির্বোধ মানুষেরা বৈদিক যাগযজ্ঞের আড়ম্বরে মোহিত হয়ে, আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান দর্শন করতে চায়। তারা চায় এই ধরনের অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ হোক এবং প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় হোক। কখনও কখনও এই সমস্ত নির্বোধ মানুষদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য আমাদের বৈদিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। সম্প্রতি, যখন আমরা বৃন্দাবনে বিশাল কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরের উদ্বোধন করি, তখন আমাদের স্মার্ত ব্রাহ্মণদের দিয়ে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করতে হয়েছিল, কারণ বৃন্দাবনের অধিবাসীরা, বিশেষ করে স্মার্ত ব্রাহ্মণেরা ইওরোপীয়ান এবং আমেরিকানদের প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে চায়নি। তাই ব্যয়বহুল যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের ব্রাহ্মণদের নিযুক্ত করতে হয়েছিল। এই সমস্ত যজ্ঞ-অনুষ্ঠান সত্ত্বেও আমাদের সংস্থার সদস্যেরা মৃদঙ্গ বাজিয়ে উচ্চস্বরে সংকীর্তন করেছিল এবং আমি মনে করি যে, এই সংকীর্তন বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং সংকীর্তন দুটিই একসঙ্গে চলছিল। সেই সমস্ত কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল যারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি আগ্রহী, তাদের জন্য (*জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াম্*), আর সংকীর্তন হচ্ছিল ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানে আগ্রহী শুদ্ধ ভক্তদের জন্য। আমরা কেবল সংকীর্তনই করতাম, কিন্তু বৃন্দাবনের অধিবাসীরা তা হলে আমাদের এই মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব দিত না। এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠান তাদেরই জন্য যাদের বুদ্ধি বেদের পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা জড়ীভূত হয়েছে। বেদের এই মধুর বাক্যগুলি স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার উদ্দেশ্যে সকাম কর্ম অনুষ্ঠানের বর্ণনা করে।

বিশেষ করে এই কলিযুগে সংকীর্তনই যথেষ্ট। আমাদের মন্দিরের সদস্যেরা যদি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্মুখে কেবল সংকীর্তন করেন, তা হলেই তাঁরা সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন। অন্য কোন কিছু করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের আচার-আচরণ এবং মন পবিত্র রাখার জন্য ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চনা এবং অন্যান্য বিধির অনুশীলন প্রয়োজন। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, সিদ্ধি লাভের জন্য যদিও সংকীর্তনই যথেষ্ট, তবুও মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের অর্চনা অবশ্য কর্তব্য যাতে ভক্তরা পবিত্র এবং নির্মল থাকতে পারে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাই উভয় পন্থাই একাধারে অনুশীলন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাই নিষ্ঠা সহকারে শ্রীবিগ্রহের অর্চনা এবং সংকীর্তন একই সঙ্গে অনুষ্ঠান করছি। তা আমাদের চালিয়ে যাওয়া কর্তব্য।

শ্লোক ২৬

এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে
সর্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্ ।
তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং
স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যরুগায়বাদঃ ॥ ২৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিমৃশ্য**—বিবেচনা করে; **সুধিয়ঃ**—যাঁদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ; **ভগবতি**—ভগবানকে; **অনন্তে**—অসীম; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বান্তঃকরণে; **বিদধতে**—গ্রহণ করে; **খলু**—বস্তুত; **ভাব-যোগম্**—ভগবদ্ভক্তির পন্থা; **তে**—তাঁরা; **মে**—আমার; **ন**—না; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **অর্হন্তি**—যোগ্য; **অথ**—অতএব; **যদি**—যদি; **অমীষাম্**—তাঁদের; **স্যাৎ**—হয়; **পাতকম্**—পাপ; **তৎ**—তা; **অপি**—ও; **হন্তি**—ধ্বংস করে; **উরুগায়-বাদঃ**—ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন।

অনুবাদ

অতএব, এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে, বুদ্ধিমান মানুষেরা সর্বান্তঃকরণে সমস্ত মঙ্গলময় গুণের আকর সর্বান্তর্যামী ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনরূপ ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বনের দ্বারা তাঁদের সমস্ত সমস্যার সমাধানের বিবেচনা করেন। তাঁরা আমার দণ্ডার্হ নন। সাধারণত তাঁরা কোন পাপকর্ম করেন না, কিন্তু যদি ভ্রমবশত, প্রমাদবশত অথবা মোহবশত তাঁরা কখনও কোন পাপ করেনও তবু তাঁরা নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সেই পাপ থেকে রক্ষা পান।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্রহ্মার এই প্রার্থনাটি উল্লেখ করেছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/২৯)—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

অর্থাৎ, বৈদিক শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ ভগবানের নাম, যশ, গুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হন, তা হলে মহাপণ্ডিত না হলেও তিনি ভগবানকে জানতে পারেন। তাই যমরাজ এই শ্লোকে বলেছেন, *এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবতি*—যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তাঁরা *সুধিয়ঃ* বা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কিন্তু বৈদিক পণ্ডিত যদি শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অবগত না হন, তা হলে তিনি *সুধিয়ঃ* নন। শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন তিনি যাঁর বুদ্ধি নির্মল; তিনি প্রকৃতই চিন্তাশীল কারণ তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত। তাঁর এই ভগবদ্ভক্তি লোক-দেখানো নয়, পক্ষান্তরে কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা প্রকৃত প্রেমে তা সম্পাদিত হয়। অভক্তেরা লোক-দেখানো ধর্ম অনুষ্ঠান করে, কিন্তু তার ফলে কোন লাভ হয় না, কারণ যদিও তারা মন্দিরে বা গির্জায় যায়, তবু তাদের মন পড়ে থাকে অন্য কোন বিষয়ে। এই প্রকার মানুষেরা তাদের ধর্মীয় কর্তব্যে অবহেলা করছে এবং তার ফলে তারা যমরাজের কাছে দণ্ডণীয়। কিন্তু ভক্ত যদি তাঁর পূর্বের অভ্যাসবশত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বা দৈবক্রমে কোন পাপ করে ফেলে, তা হলে সেই জন্য তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে না। এটিই সংকীর্তন আন্দোলনের সুফল।

শ্লোক ২৭

তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ ।
তান্ নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ॥ ২৭ ॥

তে—তাঁরা; **দেব**—দেবতা; **সিদ্ধ**—এবং সিদ্ধদের দ্বারা; **পরিগীত**—গীত; **পবিত্র-গাথাঃ**—পবিত্র কাহিনী; **যে**—যে; **সাধবঃ**—ভক্তগণ; **সমদৃশঃ**—সমদর্শী; **ভগবৎ-**

প্রপন্নাঃ—ভগবানের শরণাগত হয়ে; **তান্**—তাঁদের; **ন**—না; **উপসীদত**—কাছে যাওয়া উচিত; **হরেঃ**—ভগবানের; **গদয়া**—গদার দ্বারা; **অভিগুপ্তান্**—সর্বতোভাবে রক্ষিত; **ন**—না; **এষাম্**—এঁদের; **বয়ম্**—আমাদের; **ন**—না; **চ**—এবং; **বয়ঃ**—অনন্ত কাল; **প্রভবাম**—সমর্থিত; **দণ্ডে**—দণ্ডদান করতে।

অনুবাদ

হে দূতগণ, তোমরা কখনও এই প্রকার ভক্তদের কাছে যেও না, কারণ তাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত। তাঁরা সকলের প্রতি সমদর্শী এবং তাঁদের গুণগাথা দেবতা ও সিদ্ধরা গান করেন। তাঁদের কাছে পর্যন্ত তোমরা যেও না। ভগবানের গদা তাঁদের সর্বতোভাবে রক্ষা করে এবং ব্রহ্মা, আমি এমন কি কাল পর্যন্ত তাঁদের দণ্ড দিতে পারে না।

তাৎপর্য

যমরাজ তাঁর দূতদের সাবধান করে দিয়েছিলেন, "হে দূতগণ, পূর্বে তোমরা ভগবদ্ভক্তদের যে বিরক্ত করেছ, সেই সম্বন্ধে কিছু করার নেই, কিন্তু এখন থেকে তোমরা আর তা করো না। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত যে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, দেবতা এবং সিদ্ধরাও তাঁদের গুণগাথা কীর্তন করেন। সেই ভক্তেরা এতই শ্রদ্ধার্হ এবং মহৎ যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং তাঁর গদা হাতে তাঁদের রক্ষা করেন। তাই এই পর্যন্ত তোমরা যা কিছুই করে থাক না কেন, ভবিষ্যতে কিন্তু আর কখনও এই প্রকার ভক্তের কাছে যেও না; তা না হলে তোমরা বিষ্ণুর গদার দ্বারা নিহত হবে। এটিই আমার সাবধানবাণী। অভক্তদের দণ্ডদান করার জন্য শ্রীবিষ্ণুর গদা এবং চক্র রয়েছে। ভক্তদের উপর উপদ্রব করার চেষ্টা করে দণ্ডভোগের ঝুঁকি নিও না। তোমাদের কি কথা, ব্রহ্মা অথবা আমিও যদি তাঁদের দণ্ড দিই, তা হলে শ্রীবিষ্ণু আমাদের দণ্ড দেবেন। অতএব আর কখনও এই প্রকার ভক্তদের অসন্তোষের কারণ হয়ো না।"

শ্লোক ২৮

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্ ।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥ ২৮ ॥

তান্—তাদের; **আনয়ধ্বম্**—নিয়ে এসো; **অসতঃ**—অভক্তদের; **বিমুখান্**—বিমুখ; **মুকুন্দ**—ভগবান মুকুন্দের; **পাদ-অরবিন্দ**—শ্রীপাদপদ্মের; **মকরন্দ**—মধুর; **রসাৎ**—স্বাদ; **অজস্রম্**—নিরন্তর; **নিষ্কিঞ্চনৈঃ**—জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা; **পরমহংস-কুলৈঃ**—পরমহংসদের দ্বারা; **অসঙ্গৈঃ**—যাদের কোন জড় আসক্তি নেই; **জুষ্টাৎ**—যা উপভোগ করা হয়; **গৃহে**—গৃহস্থ-আশ্রমে; **নিরয়-বর্ত্মনি**—নরকের পথ; **বদ্ধ-তৃষ্ণান্**—আসক্তির দ্বারা যারা আবদ্ধ।

অনুবাদ

পরমহংস হচ্ছেন তাঁরা, যাঁদের জড় সুখভোগের প্রতি কোন আসক্তি নেই এবং যাঁরা সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধু পান করেন। হে দূতগণ, যারা সেই পরমহংসদের সঙ্গ করে না, যাদের সেই মধুপানে কোন রকম স্পৃহা নেই এবং যারা নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহস্থ-জীবন এবং জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, তাদেরই আমার কাছে দণ্ডদানের জন্য আনয়ন করো।

তাৎপর্য

ভক্তদের কাছে না যাওয়ার উপদেশ দিয়ে, যমরাজ এখানে যমদূতদের বলছেন তাঁর কাছে তারা কাদের নিয়ে আসবে। তিনি যমদূতদের বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন, কেবলমাত্র মৈথুন সুখভোগের জন্যই যারা গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত, সেই সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদেরই যেন তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে, *যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*—যারা কেবল মৈথুন-সুখের জন্য গৃহস্থ-আশ্রমের প্রতি আসক্ত, তারা সর্বদা তাদের বৈষয়িক কার্যকলাপের ফলে নানাভাবে হয়রান হয় এবং তাদের একমাত্র সুখ হচ্ছে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার পর রাত্রে মৈথুনে লিপ্ত হওয়া এবং নিদ্রামগ্ন হওয়া। *নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ*—বিষয়াসক্ত গৃহমেধীরা রাত্রে হয় নিদ্রা যায় নয়তো মৈথুনকার্যে রত হয়। *দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা*—দিনের বেলা তারা অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে এবং যদি তারা কিছু অর্থ পায়, তা হলে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভরণপোষণে তা ব্যয় করে। যমরাজ বিশেষ করে তাঁর ভৃত্যদের উপদেশ দিয়েছেন তাদের দণ্ডভোগের জন্য তাঁর কাছে নিয়ে আসতে এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধুপানে সর্বদা রত, সকলের প্রতি সমদর্শী এবং সমস্ত জীবের প্রতি সহানুভূতিবশত সর্বদা কৃষ্ণভক্তির প্রচারের চেষ্টায় রত ভগবদ্ভক্তদের কখনও তাঁর কাছে না আনতে। ভক্তেরা যমরাজের দণ্ডণীয় নন, কিন্তু যাদের কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে

কোন জ্ঞান নেই, তাদের তথাকথিত গৃহসুখ সমন্বিত বিষয়াসক্ত জীবন তাদের কখনও রক্ষা করতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১/৪) বলা হয়েছে—

দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি ।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥

এই প্রকার মানুষেরা আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হয়ে মনে করে যে, তাদের দেশ, জাতি অথবা পরিবার তাদের রক্ষা করবে, কিন্তু তারা জানে না যে, এই সমস্ত পতনশীল সৈনিকেরা কালের প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই, দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবায় যুক্ত যে ভক্ত তার সঙ্গ করার চেষ্টা করা উচিত।

শ্লোক ২৯

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্ ।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥ ২৯ ॥

জিহ্বা—জিহ্বা; **ন**—না; **বক্তি**—কীর্তন করে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **গুণ**—চিন্ময় গুণাবলী; **নাম**—পবিত্র নাম; **ধেয়ম্**—প্রদান করে; **চেতঃ**—হৃদয়; **চ**—ও; **ন**—না; **স্মরতি**—স্মরণ করে; **তৎ**—তাঁর; **চরণ-অরবিন্দম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **কৃষ্ণায়**—মন্দিরে তাঁর শ্রীবিগ্রহের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **ন**—না; **নমতি**—অবনত হয়; **যৎ**—যাঁর; **শিরঃ**—মস্তক; **একদা অপি**—একবারও; **তান্**—তাদের; **আনয়ধ্বম্**—আমার কাছে নিয়ে এসো; **অসতঃ**—অভক্তদের; **অকৃত**—অনুষ্ঠান করেনি; **বিষ্ণু-কৃত্যান্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি কর্তব্য।

অনুবাদ

হে ভৃত্যগণ, সেই সমস্ত পাপীদেরই আমার কাছে নিয়ে এসো, যাদের জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ইত্যাদি কীর্তন করে না, যাদের চিত্ত একবারও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না এবং যাদের মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হয় না। আর যারা মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্তব্য শ্রীবিষ্ণুর ব্রত অনুষ্ঠান করে না, তাদেরও আমার কাছে নিয়ে এসো।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বিষ্ণুকৃত্যান্* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। বর্ণাশ্রম ধর্মের সেটিই উদ্দেশ্য। সেই সম্বন্ধে *বিষ্ণুপুরাণে* বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

মানব-সমাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করা, যা চারটি বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) এবং চারটি আশ্রমে (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস) বিভক্ত হয়েছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম মানুষকে মানব-সমাজের একমাত্র যথার্থ লক্ষ্য বস্তু শ্রীবিষ্ণুর কাছে অনায়াসে নিয়ে আসে। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, মানুষেরা জানে না যে, তাদের প্রকৃত স্বার্থ হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া বা বিষ্ণুর কাছে যাওয়া। *দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ*—কিন্তু তা না করে, তারা কেবল মোহাচ্ছন্ন হচ্ছে। প্রতিটি মানুষেরই কৃত্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর সমীপবর্তী হওয়ার কর্তব্য সম্পাদন করা। তাই যমরাজ যমদূতদের উপদেশ দিয়েছেন, যারা শ্রীবিষ্ণুর প্রতি তাদের সেই কর্তব্য ভুলে গেছে, তাদেরই কেবল তাঁর কাছে নিয়ে আসতে (*অকৃত-বিষ্ণু-কৃত্যান্*)। যারা শ্রীবিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) পবিত্র নাম কীর্তন করে না, যারা শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণত হয় না এবং যারা শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না, তারাই যমরাজের দ্বারা দণ্ডণীয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সমস্ত বিষ্ণুবিমুখ অবৈষ্ণবেরাই যমরাজের-দণ্ডণীয়।

শ্লোক ৩০

তৎ ক্ষম্যতাং স ভগবান্ পুরুষঃ পুরাণো
নারায়ণঃ স্বপুরুষৈর্যদসৎ কৃতং নঃ ।
স্বানামহো ন বিদুষাং রচিতাঞ্জলীনাং
ক্ষান্তির্গরীয়সি নমঃ পুরুষায় ভূম্নে ॥ ৩০ ॥

তৎ—তা; **ক্ষম্যতাম্**—ক্ষমা করুন; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **পুরাণঃ**—প্রাচীনতম; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **স্ব-পুরুষৈঃ**—আমার নিজের ভৃত্যদের দ্বারা; **যৎ**—যা; **অসৎ**—ধৃষ্টতা; **কৃতম্**—অনুষ্ঠিত হয়েছে;

নঃ—আমাদের; **স্বানাম্**—আমার নিজজনদের; **অহো**—হায়; **ন বিদুষাম্**—না জেনে; **রচিত-অঞ্জলীনাম্**—কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করে; **ক্ষান্তিঃ**—ক্ষমা; **গরীয়সি**—মহিমায়; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **পুরুষায়**—পুরুষকে; **ভূম্নে**—পরম এবং সর্বব্যাপ্ত।

অনুবাদ

(তারপর যমরাজ নিজেকে এবং তাঁর ভৃত্যদের অপরাধী বলে মনে করে, ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে বললেন।) হে ভগবান্, অজামিলের মতো একজন বৈষ্ণবকে গ্রেপ্তার করে আমার ভৃত্যরা অবশ্যই এক মহা অপরাধ করেছে। হে নারায়ণ, হে পুরাণ পুরুষ, দয়া করে আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। অজ্ঞানতাবশত আমরা অজামিলকে আপনার ভৃত্য বলে চিনতে পারিনি এবং তার ফলে আমরা অবশ্যই এক মহা অপরাধ করেছি। তাই কৃতাঞ্জলিপুটে আমরা আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করছি। হে ভগবান্, যেহেতু আপনি পরম দয়ালু এবং সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত, তাই দয়া করে আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা আপনার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

যমরাজ তাঁর ভৃত্যদের অপরাধের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। কোন প্রতিষ্ঠানের সেবক যদি কোন ভুল করে, তা হলে সেই প্রতিষ্ঠানটিকে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। যদিও যমরাজ অপরাধের অতীত, তবুও তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর সেবকেরা অজামিলকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল, যার ফলে এক মহা অপরাধ হয়েছিল। *ন্যায়-শাস্ত্রে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *ভৃত্যাপরাধে স্বামিনো দণ্ডঃ*—ভৃত্য যদি কোন ভুল করে, তা হলে তার স্বামীকে সেই জন্য দণ্ডভোগ করতে হয়, কারণ তার সেই অপরাধের জন্য তিনিই দায়ী। যমরাজ সেই নীতি অনুসারে নিজেকে অপরাধী বলে মনে করে, তাঁর ভৃত্যগণ সহ কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান শ্রীনারায়ণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

তস্মাৎ সঙ্কীর্তনং বিষ্ণোর্জগন্মঙ্গলমংহসাম্ ।
মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিকনিষ্কৃতম্ ॥ ৩১ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **সঙ্কীর্তনম্**—সমবেতভাবে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **জগৎ-মঙ্গলম্**—এই জগতে সব চাইতে শুভ কর্ম; **অংহসাম্**—পাপকর্মের; **মহতাম্ অপি**—অত্যন্ত গুরুতর হলেও; **কৌরব্য**—হে কুরুনন্দন; **বিদ্ধি**—জেনো; **ঐকান্তিক**—চরম; **নিষ্কৃতম্**—প্রায়শ্চিত্ত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুনন্দন, ভগবানের নাম-সংকীর্তন গুরুতর পাপ-সমূহকেও সমূলে উচ্ছেদ করতে পারে। তাই সেই নাম-সংকীর্তনই সমগ্র জগতের মঙ্গলস্বরূপ। তা অবগত হওয়ার চেষ্টা করুন, যাতে অন্যেরাও নিষ্ঠা সহকারে সেই পন্থা অবলম্বন করে।

তাৎপর্য

অজামিল যদিও নারায়ণের শুদ্ধ নাম উচ্চারণ করেননি, তবুও তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ভগবানের পবিত্র নাম-কীর্তন এতই মঙ্গলজনক যে, তা মানুষকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করতে পারে। তা বলে কিন্তু মনে করা উচিত নয় যে, কেউ যদি পাপ করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করতে থাকে, তা হলে সে তার পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। পক্ষান্তরে, সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকা উচিত এবং নামবলে পাপাচরণ করা উচিত নয়, কারণ এটি একটি নামাপরাধ। দৈবাৎ যদি ভক্ত কোন পাপ করে ফেলে, তা হলে ভগবান তাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু জেনে শুনে পাপ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩২

শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্যাণ্যুদ্দামানি হরের্মুহুঃ ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুদ্ধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ ॥ ৩২ ॥

শৃণ্বতাম্—শ্রবণকারী; **গৃণতাম্**—কীর্তনকারী; **বীর্যাণি**—অদ্ভুত কার্যকলাপ; **উদ্দামানি**—পাপনাশে সমর্থ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মুহুঃ**—সর্বদা; **যথা**—যেমন; **সুজাতয়া**—অনায়াসে উদয় হয়; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **শুদ্ধ্যেৎ**—পবিত্র হতে পারে; **ন**—না; **আত্মা**—অন্তঃকরণ; **ব্রত-আদিভিঃ**—ব্রত আদি কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা।

অনুবাদ

নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম এবং তাঁর কার্যকলাপ শ্রবণ ও কীর্তন করার ফলে অনায়াসেই শুদ্ধ ভক্তির উদয় হয়, যা হৃদয়ের সমস্ত কলুষ বিধৌত করে। তা যেভাবে অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করে, ব্রত আদি বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান তা পারে না।

তাৎপর্য

ভগবানের পবিত্র নাম অতি সহজে শ্রবণ ও কীর্তনের অনুশীলন করা যায় এবং তার ফলে চিন্ময় আনন্দে মগ্ন হওয়া যায়। *পদ্ম-পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্ ।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥

নিরন্তর নাম করার ফলে, নাম অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এইভাবে যাঁরা নাম করেন, তাঁরা সর্বদাই বিশুদ্ধ চিন্ময় স্তরে থাকবেন এবং কোন রকম পাপ তাঁদের কখনও স্পর্শ করতে পারবে না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বিশেষভাবে সেই কথা মনে রাখতে বলেছেন। কিন্তু কেউ যদি বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তা হলে তাতে কোন লাভ হয় না। সেই সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (৯/২১) বর্ণনা করা হয়েছে, *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*—পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে স্বর্গলোকে সুখভোগের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং তখন আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। তাই ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্ব ও নিম্নভাগে ভ্রমণের চেষ্টা করার ফলে কোন লাভ হয় না। তার থেকে বরঞ্চ ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করাই শ্রেয়, কারণ তার ফলে সর্বতোভাবে নির্মল হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা লাভ করা যায়। সেটিই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি।

শ্লোক ৩৩

কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মমধুলিণ্ ন পুনর্বিসৃষ্ট-
মায়াগুণেষু রমতে বৃজিনাবহেষু ।
অন্যস্তু কামহত আত্মরজঃ প্রমার্ষ্টু-
মীহেত কর্ম যত এব রজঃ পুনঃ স্যাৎ ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ-অঙ্ঘ্রি-পদ্ম—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম; **মধু**—মধু; **লিট্**—যে পান করে; **ন**—না; **পুনঃ**—পুনরায়; **বিসৃষ্ট**—পরিত্যাগ করেছে; **মায়া-গুণেষু**—জড়া প্রকৃতির গুণে; **রমতে**—আনন্দ আস্বাদন করতে চায়; **বৃজিন-অবহেষু**—দুঃখপ্রদ; **অন্যঃ**—অন্য; **তু**—কিন্তু; **কাম-হতঃ**—কামের দ্বারা মোহিত; **আত্ম-রজঃ**—হৃদয়ের পাপ; **প্রমার্ষ্টুম্**—পরিষ্কার করার জন্য; **ঈহেত**—অনুষ্ঠান করতে পারে; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **যতঃ**—যার পর; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **রজঃ**—পাপ; **পুনঃ**—পুনরায়; **স্যাৎ**—আবির্ভূত হয়।

অনুবাদ

নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের মধুপানরত ভক্তেরা প্রকৃতির তিন গুণের অধীনে সম্পাদিত দুঃখ-দুর্দশা প্রদানকারী জড়-জাগতিক কার্যকলাপে কখনও আসক্ত হন না। তাঁরা কখনও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম ত্যাগ করে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে রত হন না। কিন্তু, যারা বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত, তারা ভগবানের শ্রীপাদ্মপদ্মের সেবায় অবহেলা করার ফলে, কাম-বাসনার দ্বারা মোহিত হয়ে কখনও কখনও প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের হৃদয় পূর্ণরূপে শুদ্ধ না হওয়ার ফলে, তারা পুনরায় সেই পাপকর্মে লিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

ভক্তের কর্তব্য হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করা। তিনি কখনও অপরাধযুক্ত হয়ে, আবার কখনও অপরাধমুক্ত হয়ে নাম করতে পারেন, কিন্তু ঐকান্তিকভাবে এই পন্থা অবলম্বন করার ফলে তিনি সিদ্ধি লাভ করবেন, যা বৈদিক প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের ফলে লাভ হয় না। যারা বৈদিক কর্ম-অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে বিশ্বাস করে না, যারা প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেয় কিন্তু ভগবানের পবিত্র নাম-কীর্তনে অনুরক্ত নয়, তারা কখনও সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। ভক্তেরা তাই জড় সুখভোগের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হওয়ার ফলে, কখনও বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের জন্য কৃষ্ণভক্তি পরিত্যাগ করেন না। যারা কামে মোহিত হওয়ার ফলে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্ত, তাদের বার বার জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাদের সেই কার্যকলাপকে *কুঞ্জরশৌচ* বা হস্তি-স্নানের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

শ্লোক ৩৪

ইত্থং স্বভর্তৃগদিতং ভগবন্মহিত্বং
সংস্মৃত্য বিস্মিতধিয়ো যমকিঙ্করাস্তে ।
নৈবাচ্যুতাশ্রয়জনং প্রতিশঙ্কমানা
দ্রষ্টুং চ বিভ্যতি ততঃ প্রভৃতি স্ম রাজন্ ॥ ৩৪ ॥

ইত্থম্—এই প্রকার শক্তির; **স্ব-ভর্তৃগদিতম্**—তাদের প্রভু যমরাজের দ্বারা উক্ত; **ভগবৎ-মহিত্বম্**—ভগবানের নাম, যশ, রূপ এবং গুণের অসাধারণ মহিমা; **সংস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **বিস্মিত-ধিয়ঃ**—যাদের মন বিস্ময়ে বিমোহিত হয়েছিল; **যম-কিঙ্করাঃ**—যমরাজের ভৃত্যরা; **তে**—তারা; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **অচ্যুত-আশ্রয়-জনম্**—যাঁরা অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; **প্রতিশঙ্কমানাঃ**—সর্বদা ভয়ে ভীত; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **চ**—এবং; **বিভ্যতি**—ভীত; **ততঃ প্রভৃতি**—তখন থেকে; **স্ম**—প্রকৃতপক্ষে; **রাজন্**—হে রাজন্।

অনুবাদ

যমদূতেরা তাদের প্রভুর মুখে ভগবানের এবং তাঁর নাম, যশ ও গুণাবলীর মহিমা শ্রবণ করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। তখন থেকে তারা ভগবদ্ভক্তদের দর্শন করা মাত্রই তাঁদের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করতেও ভয় করে।

তাৎপর্য

সেই ঘটনা থেকে যমদূতেরা ভগবদ্ভক্তদের কাছে যাওয়ার ভয়ঙ্কর আচরণ পরিত্যাগ করেছে। যমদূতদের কাছে ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

শ্লোক ৩৫

ইতিহাসমিমং গুহ্যং ভগবান্ কুম্ভসম্ভবঃ ।
কথয়ামাস মলয় আসীনো হরিমর্চয়ন্ ॥ ৩৫ ॥

ইতিহাসম্—ইতিহাস; **ইমম্**—এই; **গুহ্যম্**—অতি গোপনীয়; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **কুম্ভ-সম্ভবঃ**—অগস্ত্য মুনি, কুম্ভ থেকে যাঁর জন্ম হয়েছিল; **কথয়াম্ আস**—বিশ্লেষণ করেছিলেন; **মলয়ে**—মলয় পর্বতে; **আসীনঃ**—অবস্থান করে; **হরিম্ অর্চয়ন্**—ভগবানের আরাধনা করে।

অনুবাদ

কুম্ভ-উদ্ভূত মহর্ষি অগস্ত্য যখন মলয় পর্বতে অবস্থান করে ভগবানের আরাধনায় রত ছিলেন, তখন তিনি আমাকে এই অত্যন্ত গোপনীয় ইতিহাস বলেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'যমদূতদের প্রতি যমরাজের উপদেশ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।